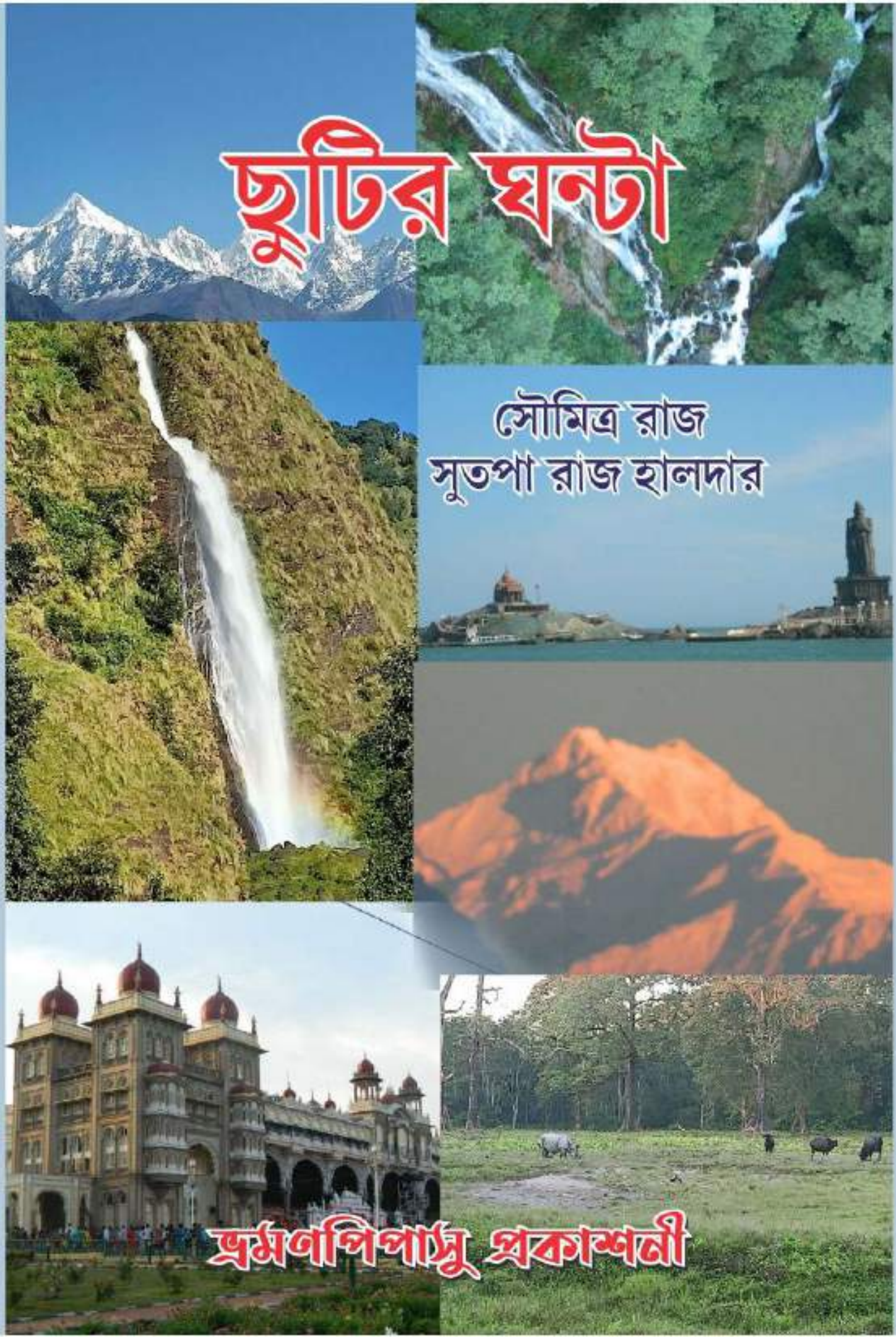

ছুটির ঘন্টা

সৌমিত্র রাজ
সুতপা রাজ হালদার

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী

ছুটির ঘন্টা সৌমিত্র রাজ | সুতপা রাজ হালদার ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী

ছুটির ঘন্টা

সৌমিত্র রাজ
সুতপা রাজ হালদার

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী
বিধাননগর, সেক্টর - ২, কলকাতা - ৭০০ ০৯১
দূরাভাষ : ৮৬৯৭১৬৬৭১৩

ছুটির ঘন্টা

CHUTIR GHONTA

প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা, ২০২৩

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক
(প্রকাশকের অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো অংশ মুদ্রণ বা প্রতিলিপিকরণ আইন অনুযায়ী করা যাবে না)

ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনীর পক্ষে
মিলন গঙ্গোপাধ্যায় ও রুমা চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত
কর্মসচিব ঃ সমীর দাস

ISBN : 978-93-95825-03-0

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ
অনিকেত কম্পিউটার
১২/৯/১, পল্লীশ্রী, রহড়া, কোল-১১৮
মোবাইল ঃ ৯৮৩০৬৮৫৪০৩

প্রাপ্তিস্থান ও প্রকাশক
ভ্রমণপিপাসু প্রকাশনী
ডিএল-১০/১, সেক্টর-২, সল্টলেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১
মোবাইল ঃ ৮৬৯৭১৬৬৭১৩, ৮৯১০১৫৫৩৫৫, ৯৮৭৫৩৬৪৫৩১

বিনিময় ঃ ২৫০ টাকা

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমাদের দুই পরিবারের দুই পরম পূজনীয় ব্যক্তি,
গোকুল চন্দ্র রাজ ও কংসারী হালদার -কে যারা ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেছেন।

উৎসর্গ

আমাদের দুই পরিবারের সমস্ত সদস্য ও সদস্যা বৃন্দ, যারা আমাদের বেড়ানোর বিষয়ে সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন। আমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও তাদের পরিবার যারা বিভিন্ন সময়ে আমাদের বেড়াতে যাবার সঙ্গী হয়েছেন। সর্বোপরি আমাদের ছেলে পলল ও মেয়ে পিয়াসা -কে। এছাড়াও সমস্ত ভ্রমণ প্রিয় মানুষ —কে

প্রাক্‌কথন

শ্রী সৌমিত্র রাজ এবং শ্রীমতী সুতপা রাজ হালদার দুজনেই শিল্পীমনস্ক এবং সাংস্কৃতিক কর্মী। মনের আনন্দে প্রকৃতিকে ভালোবেসে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ান। তারই প্রতিফলন এই বইটি 'ছুটির ঘন্টা'। অন্তরের প্রেরণা থেকেই তাদের এই প্রচেষ্টা। ২৮টি টুরিস্ট স্পটের বিস্তারিত খোঁজ খবর এই বইটিতে পাবেন। পাঠকদের ভালো লাগবে বলেই বিশ্বাস।

ধন্যবাদান্তে
সৌমেন চক্রবর্তী
ভ্রমনপিপাসু প্রকাশনীর পক্ষে
(চলভাষ : ৮৬৯৭১৬৬৭১৩)

বিধাননগর
জানুয়ারী, ২০২৩

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	১১
কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য	১৩
লালপাহাড়ির দেশে ভ্রমণ	১৬
মেঘের বাড়ি	২১
বেলপাহাড়ি ও ঝাড়গ্রাম	২৬
বৃষ্টি ভেজা হেনরি আইল্যান্ড ও বকখালি	৩০
বান্দাপানির অন্দরে	৩২
পলাশের দেশে	৩৭
নির্জন সৈকতে	৩৯
দক্ষিণ পুরুষোত্তমপুর লাল কাঁকড়া বীচ	৪১
স্মৃতির টানে দেওঘরে	৪৪
দিঘা ভ্রমণ	৪৭
গঙ্গাসাগর বার বার	৫০
ঘাটশিলা ও গোপগড়	৫২
ঝটিকা সফরে ঝড়খালি	৫৬
উত্তরবঙ্গের আনাচে কানাচে	৫৮
মায়াপুরের কথা	৬৪
রূপসী বিন্নর	৬৭
মহীশূর ও উটি ভ্রমণ	৭০
ছোটোনাগপুরের রানী	৭৪
জয় জগন্নাথ	৭৮
জলপ্রপাতের শহর	৮১
সিমলিপালের জঙ্গলে	৮৫
ভারতের দক্ষিণে	৮৮
তারাপীঠ ও শান্তিনিকেতন ভ্রমণ	৯৩
সমুদ্র যেখানে পাহাড়ে মেশে	৯৬
চাঁদিপুর	৯৯
প্রথমবার কাঞ্চনজঙ্ঘা দর্শন	১০১
জলদাপাড়া থেকে সিটং হয়ে মিরিক	১০৫
কুমায়ুনের হিমালয় দর্শন	১১৩

মুখবন্ধ

পুজোর ছুটিতে একটা লম্বা ছুটি পাই। তাই প্রায় প্রতি বছর পুজোর ছুটিতে কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়ি। ফেব্রুয়ারী -মার্চ মাসে একটি ছোটো দু -তিন দিনের ট্যুর করে থাকি। এইভাবে প্রতি বছর ঘুরতে ঘুরতে মনের মধ্যে ভ্রমণের প্রতি একটি আকর্ষন তৈরী হয়। তখন ভ্রমণ আর শুধু ভ্রমণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। ভ্রমণটা সেখানকার মানুষজন,প্রাকৃতিক পরিবেশ ,সমাজ ব্যাবস্থা ও অন্যান্য সবকিছুর মধ্যে একাত্ম হয়ে যায়। ভ্রমণটা একটা নেশায় পরিণত হয়। আমাদের ও তাই হয়েছে। কিন্তু বছরে অনেকবার বেড়াতে যাওয়া সম্ভব নয়। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে ভ্রমণ ম্যাগাজিন পড়তে থাকি। ঘরে বসেই সেই স্থানটির একটি ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন ভ্রমণ গ্রুপের সাথে যুক্ত হলাম। ভ্রমণ এবার হাতের মুঠোয় চলে এল। অসাধারণ সব লেখা পড়তে লাগলাম আর সঙ্গে দুর্দান্ত সব ছবি। সেই সঙ্গে জনপ্রিয় ও অফবিট স্থানে ভ্রমণও করতে লাগলাম। ভ্রমণের পর তথ্যগুলি তুলে রাখতাম ডায়েরীর পাতায় আর ছবিগুলি তুলে রাখতাম কম্পিউটারের পাতায় ।এইভাবে একটি তথ্য ভান্ডার করে রাখতাম। ২০২০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সামাজিক মাধ্যমে আলাপ হলো "ভ্রমণপিপাসু" র সঙ্গে।গ্রাহক হলাম ভ্রমণ বিষয়ক দ্বি -মাসিক সমাচারপত্র "ভ্রমণপিপাসু" র। এর পরেই গ্রাহক হলাম ''ভ্রমণপিপাসু '' প্রকাশনীর যাযাবর ত্রৈমাসিক ভ্রমণ ম্যাগাজিন ''যাযাবর" এর। "ভ্রমণপিপাসু '' প্রকাশনীর সম্পাদক মাননীয় সৌমেন চক্রবর্তী মহাশয় সামাজিক মাধ্যমে একটি বার্তা প্রায়ই দেন "লিখুন পড়ুন পড়ান উপহার দিন "।এখান থেকেই আমরা উৎসাহিত হই যে আমরাও চেষ্টা করলে লিখতে পারি। ইতিমধ্যে এই ১২-১৩ বছরে ছোটো বড়ো মিলিয়ে প্রায় ২৬ - ২৭ টি জায়গায় ঘুরে ফেলেছি। মাননীয় সৌমেন চক্রবর্তী মহাশয়ের আরো একটি বার্তা "আপনার লেখা পান্ডুলিপি বই আকারে প্রকাশিত হোক ভ্রমণ পিপাসুর মাধ্যমে " দেখার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিই আমাদের ভ্রমণ সংক্রান্ত লেখা ,একটি বই এর আকারে প্রকাশ করবো। সৌমেন চক্রবর্তী মহাশয় কে ফোন মারফৎ আমাদের ইচ্ছার কথা জানাই। উনি আমাদের ভীষণভাবে উৎসাহিত করেন এবং বই প্রকাশ করার জন্য কিভাবে এগোতে হবে আমাদের সবিস্তারে জানান। আমরা আমাদের লেখাগুলি সমাপ্ত করে ওনার কাছে পাঠাই ,উনি তা বইয়ের আকারে প্রকাশ করেন। আমাদের এই বই লেখার পিছনে ওনার অবদান অনস্বীকার্য। সৌমেন বাবুর অনুপ্রেরণা ছাড়া আমাদের পক্ষে কলম ধরা কোনোদিনও সম্ভব হতো না।

আমাদের এই পুস্তিকা "ছুটির ঘন্টা" - তে ছোটো ট্যুর এবং বড়ো ট্যুর মিলিয়ে ২৮ টি ভ্রমণ কাহিনী লিখেছি যা প্রায় ১২ টি রাজ্য-কে ছুঁয়ে গেছে। এই পুস্তিকাতে যেমন এক দিনের ট্যুরের কাহিনী লেখা আছে তেমনি ১১ দিনের ট্যুরের কাহিনী ও লেখা আছে। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি ওড়িশা ও ঝাড়খন্ডের কথা যেমন

লেখা আছে, তেমন দূরের রাজ্য হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখন্ড ও তামিলনাড়ুর কথাও লেখা আছে। আবার সিকিম, অসম ও অন্ধ্র প্রদেশ সম্বন্ধেও লেখা আছে। পুস্তিকা তে "কিছু গুরুত্বপূর্ন তথ্য " নামে একটি অধ্যায় আছে যা নবীন ভ্রমণ পিপাসু- দের যথেষ্ট কাজে লাগতে পারে বলে মনে করি। পুস্তিকাটিতে প্রায় প্রতিটা ভ্রমণ কাহিনীতে আমরা প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত যেভাবে ঘুরেছি তা দিন অনুযায়ী বর্ণনা করেছি যাহাতে ওই পরিকল্পনা পরবর্তী সময়ে অন্য কোনো ভ্রমণ পিপাসুর কাজে লাগতে পারে। প্রতিটা ভ্রমণ কাহিনীর শেষে "এক পলকে একটু দেখা" নামক আলোচনাটি ভ্রমণ গাইডের কাজ করবে। সর্বোপরি নতুন ও অনভিজ্ঞ লেখক, লেখিকা হয়ে আমাদের ভ্রমণ কাহিনী যদি ভ্রমণপ্রিয় পাঠক বন্ধুদের ভালো লাগে বা বিন্দুমাত্র কাজে লাগে তাহলে আমাদের ভ্রমণ সার্থক বলে মনে করবো।

ফতেপুর

দক্ষিণ ২৪ পরগনা -৭৪৩৫১৩

সৌমিত্র রাজ
সুতপা রাজ হালদার
৯৭৩৩৯১১৩৬৪
৮৯১৮৬০৯০৪৮